আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ উহুদ যুদ্ধ (غَزْوَةُ أُحُدٍ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

শহীদ ও আহতদের অনুসন্ধান (تَفَقَّدَ الْقَتْلٰى وَالْجُرْحٰى):

কুরাইশের প্রত্যাবর্তনের পর মুসলিমরা তাঁদের শহীদ ও আহতদের খোঁজ খবর নেয়ার সুযোগ লাভ করেন। যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : 'উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে প্রেরণ করেন যে, আমি যেন সা'দ ইবনু রাবীর (রাঃ) মৃতদেহ অনুসন্ধান করি এবং বলেন,

(إِنْ رَأَيْتَهُ فَأَقْرِئْهُ مِنِّيْ السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ : يَقُوْلُ لَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : كَيْفَ تَجِدُكَ؟)

'যদি তাঁকে জীবিত দেখতে পাও তবে তাঁকে আমার সালাম জানাবে এবং আমার কথা বলবে যে, সে নিজেকে কেমন পাচ্ছে তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জানতে চান।' আমি তখন নিহতদের মধ্যে চক্কর দিতে দিতে তাঁর কাছে পৌঁছলাম। দেখি যে, তাঁর শেষ নিশ্বাস আসা যাওয়া করছে। তিনি বর্শা, তরবারী ও তীরের সত্তরেরও বেশী আঘাত পেয়েছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'হে সা'দ (রাঃ)! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং আপনি নিজেকে কেমন পাচ্ছেন তা জানতে চেয়েছেন।' তিনি উত্তরে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আমার সালাম জানাবেন এবং তাঁকে বলবেন যে, আমি জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি। আর আপনি আমার কওম আনসারদেরকে বলবেন যে, যদি তাদের একটি চক্ষুও নড়তে থাকে এবং এমতাবস্থায় শত্রু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের কোন ওযর চলবে না।' আর এ মুহূর্তে তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেল।'[1]

মুসলিমরা আহতদের মধ্যে উসাইরিমকেও দেখতে পান, যার নাম ছিল 'আমর ইবনু সা'বিত। তাঁর প্রাণ ছিল তখন ওষ্ঠাগত। ইতোপূর্বে তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হতো, কিন্তু তিনি কবুল করতেন না। এ জন্য মুসলিমরা (বিস্মিতভাবে) পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করেন, 'এ উসাইরিম কিভাবে এখানে আসল? আমরা তো তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে এসেছিলাম যে, সে এ দ্বীনের বিরোধী ছিল। তাই, তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে উসাইরিম, কোন্ জিনিস তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে? তোমার সম্প্রদায়কে সাহায্য করার উত্তেজনা, না ইসলামের আকর্ষণ?' তিনি উত্তরে বললেন, 'ইসলামের আকর্ষণ। আসলে আমি আল্লাহ এবং তার রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি ঈমান এনেছি এবং এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে শরীক হয়েছি। তারপর যে অবস্থায় রয়েছি তা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন।' এ কথা বলার পরই তিনি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে যান। মুসলিমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে এ ঘটনার উল্লেখ করলে তিনি বলেন,(هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ)□□ 'সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হল।'

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, 'অথচ তিনি আল্লাহর জন্যে এক ওয়াক্ত সালাতও আদায় করেননি। (কেননা, ইসলাম গ্রহণের পর কোন সালাতের সময় হওয়ার পূর্বেই তিনি শহীদ হয়ে যান)।'[2]

এ আহতদের মধ্যেই কুযমানকেও পাওয়া গেল। সে এ যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্ব দেখিয়েছিল এবং একাই সাতজন বা আটজন মুশরিককে হত্যা করেছিল। তাকে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেল। মুসলিমরা তাকে উঠিয়ে বনু যফরের

মহল্লায় নিয়ে গেলেন এবং সুসংবাদ শুনালেন। সে বলল, ‘আল্লাহর কসম! আমার যুদ্ধ তো শুধু আমার কওমের মর্যাদা রক্ষার জন্যেই ছিল। এটা না থাকলে আমি যুদ্ধই করতাম না।’ এরপর যখন তার যখমের কারণে সে অত্যধিক যন্ত্রণা অনুভব করল তখন সে নিজেকে জবাই করে আত্মহত্যা করল। এরপর যখনই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে তার আলোচনা করা হত, তখনই তিনি বলতেন যে,(إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ)□□ সে জাহান্নামী,[3] আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্য ছাড়া স্বদেশ বা অন্য কিছুর উদ্দেশ্যে যুদ্ধকারীদের পরিণাম এরূপই হয়ে থাকে, যদিও সে ইসলামের পতাকার নীচে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবীদের (রাঃ) সাথে শরীক হয়ে যুদ্ধ করে।

পক্ষান্তরে, নিহতদের মধ্যে বনু সা’লাবাহর একজন ইহুদীকে পাওয়া যায়। যখন তুমুল যুদ্ধ চলছিল তখন সে তার কওমকে বলেছিল, ‘হে ইহুদীদের দল আল্লাহর কসম! তোমরা জান যে, মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে সাহায্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।’ তারা উত্তরে বলেছিল, ‘কিন্তু আজ তো শনিবার।’ সে তখন বলেছিল, ‘তোমাদের জন্যে কোন শনিবার নেই।’ অতঃপর সে নিজের তরবারী এবং সাজ-সরঞ্জাম উঠিয়ে নেয় এবং বলে, ‘আমি যদি নিহত হই তবে আমার মাল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর অধিকারে চলে যাবে। তিনি তা নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করবেন।’ এরপর ঐ ব্যক্তি যুদ্ধ ক্ষেত্রে চলে যায় এবং যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মন্তব্য করেন, مُخَيرِيْقٌ□)□□ (خَيْرٌ يَهُوْدٌ ‘মুখাইরীক একজন উত্তম ইহুদী ছিল।’[4]

ফুটনোট

[1] যা’দুল মাআ’দ, ২য় খন্ড ৯৬ পৃঃ।

[2] যাদু’ল মাআ’দ, ২য় খন্ড ৯৪ পৃঃ। ইবনু হিশাম, ২য় খন্ড ৯০ পৃঃ।

[3] যাদুল মাআ’দ, ২য় খন্ড ৯৭-৯৮ পৃ: এবং ইবনু হিশাম, ২য় খন্ড ৮৮ পৃঃ।

[4] ইবনু হিশাম, ২য় খন্ড ৮৮-৮৯ পৃঃ।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6273

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন